FEB 1 3 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৬...

বই আসলে কবে বেরুচ্ছে?

পুস্তকার পক্ষে সাফাই গাইলেন টেক্সট বুক বোর্ড চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক পর্যায়ের বই ছাপানো ও বিপণনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা' আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই বাজারে বই ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, ছাত্রদের হাতে বই তুলে দিতে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ লেগে যাবে। বাসস।

গতকাল টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন চৌধুরী বাসসকে

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

পুস্তকার পক্ষে সাফাই

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সকল বই ছাপানো ও বাজারজাত করতে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ লাগতে পারে। সাক্ষাৎকারে তিনি সাম্প্রতিক পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন।

এদিকে পুস্তকা বলছে, ১৪টি প্রয়োজনীয় বই গত রোববার বাজারে এসেছে এবং বাকি ৩৫টির মধ্যে ১৮টি ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাজারে এসে যাবে। তারা আশা প্রকাশ করছে, ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সব বই বাজারে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু সাক্ষাৎকারে বোর্ড চেয়ারম্যানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের অন্য কর্মকর্তারাও পুস্তকার আশ্বাসে ভরসা পাচ্ছেন না।

গতকাল দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ড চেয়ারম্যান সংকটের কারণ এবং টেন্ডার প্রদান নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, সর্বনিম্ন দরেই পুস্তকাকে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, পুস্তকাকে এ দায়িত্ব দেওয়াতে ৮০ কোটি টাকার প্রায় আড়াই কোটি বই ছাপানোর কাজ হচ্ছে। বই বিক্রেতা সমিতিকে এ দায়িত্ব দিলে খরচ পড়ে যেতো ১০৫ কোটিরও বেশি। ড তপন চৌধুরী সমিতির মামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, আদালতই বলেছে পুস্তকাকে এ দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

পাঠ্যবই প্রাপ্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এ জন্য কেবলমাত্র পুস্তকাকে দায়ী করা ঠিক হবে না। কেননা তাদেরকে ৬০টি নতুন প্লেট তৈরি করতে হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১১ নভেম্বরের মধ্যেই বই ছাপানোর কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় আরো এক মাস সময় দেওয়া হয়। বর্ধিত সময়েও তারা বই দিতে ব্যর্থ হয়। তিনি বলেন, সব বই পেতে কমপক্ষে মার্চ মাস লেগে যাবে।

বই কেলেঙ্কারির জন্য পুস্তকার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন প্রধান কাজ হচ্ছে যথাসম্ভব কম সময়ে ছাত্রদের হাতে বই তুলে দেওয়া। শাস্তির বিষয়টি পরে বিবেচনা করা যাবে বলেও জানান তিনি।